একাদশ অধ্যায়

ইরানীয় ও ম্যাসিডোনীয় অভিযান

ইরানীয় অভিযান

উত্তর পূর্ব ভারতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যগুলি ধীরে ধীরে মগধ সাম্রাজ্যে মিশে গিয়েছিল। কিন্তু ষষ্ঠ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দের প্রথম অর্ধে উত্তর পশ্চিম ভারতবর্ষের চিত্রটি ছিল অন্যরকম। সেখানে কম্বোজ, গান্ধার, মদ্র প্রভৃতি ছোট ছোট রাজ্য পরস্পরের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত ছিল। এইসব যুদ্ধমান গোষ্ঠীগুলিকে সংঘবদ্ধ করে একই শাসনাধীনে আনার মত কোন রাজ্য সেই অঞ্চলে ছিল না। অর্থাৎ উত্তর পশ্চিম ভারতে মগধের মত শক্তিশালী কোন রাজ্য ছিল না। কিন্তু এই অঞ্চল ছিল সম্পদশীল এবং হিন্দুকুশ পর্বত দিয়ে সহজেই সেখানে প্রবেশ করা সম্ভব ছিল।

ইরানের অ্যাকেমেনীয় (Achaemenian) শাসকেরা ছিলেন মগধ রাজাদের সমসাময়িক এবং তাঁরাও সাম্রাজ্য বিস্তারে অগ্রণী হয়েছিলেন। উত্তর পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চলের অনৈক্যের সুযোগ তাঁরা নিতে চাইলেন। 516 খ্রীষ্টপূর্বাব্দে ইরানের শাসক দারায়ুস (Darius) উত্তর পশ্চিম ভারতবর্ষে প্রবেশ করেন এবং পাঞ্জাব ও সিন্ধুনদের পশ্চিমাঞ্চল অধিকার করেন। এই অঞ্চল ইরানের শাসকের বিংশতিতম রাজ্য ছিল। ইরান সাম্রাজ্যে মোট রাজ্যের সংখ্যা ছিল 28। সিন্ধু অঞ্চল, উত্তর পশ্চিম সীমান্ত এবং সিন্ধুনদের পশ্চিম তীরবর্তী পাঞ্জাব ইরানের ভারতীয় সত্রাপির (Satrapy) অন্তর্ভুক্ত ছিল। সমগ্র সাম্রাজ্যের মধ্যে এই অঞ্চলটি ছিল সবচেয়ে উর্বর এবং জনবহুল। এশীয় রাজ্যগুলি থেকে ইরান যে রাজস্ব সংগ্রহ করত তার এক তৃতীয়াংশ আসত এই অঞ্চল থেকেই। তাছাড়া ভারতীয় প্রজাদের ইরানীয় সেনাবাহিনীতেও নেওয়া হয়েছিল। দারায়ুসের উত্তরসূরী জারেক্সেস (Xerxes) গ্রীকদের বিরুদ্ধে দীর্ঘ যুদ্ধে ভারতীয়দের নিয়োগ করেছিলেন। আলেকজাণ্ডারের ভারত অভিযানের সময় পর্যন্ত ভারত ইরানীয় সাম্রাজ্যের অংশ ছিল বলে অনুমান করা হয়।

Scanned with CamScanner

সংযোগের ফলাফল

ইন্দো-ইরানীয় সম্পর্ক প্রায় 200 বছর স্থায়ী হয়েছিল। দুই দেশের ব্যবসা বাণিজ্যে তা উৎসাহ যুগিয়েছিল। তবে এই যোগাযোগের সাংস্কৃতিক ফলাফলগুলি ছিল অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ। ভারতবর্ষের খরোষ্ঠীলিপি বস্তুতঃপক্ষে ইরানীয় লিপিরই ভারতীয় সংস্করণ। আরবী-ভাষার মত এই লিপিও ডানদিক থেকে বাঁদিকে লেখা হত। তৃতীয় খ্রীষ্টপূর্বাব্দে উত্তর পশ্চিম ভারতে অশোকের কয়েকটি শিলালিপির ভাষা ছিল খরোষ্ঠী। প্রকৃতপক্ষে প্রায় তৃতীয় খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত এই লিপি ব্যবহৃত হত বলে অনুমান করা হয়। উত্তর পশ্চিম সীমান্তে বহু ইরানীয় মুদ্রাও পাওয়া গেছে যেগুলি দুই দেশের বাণিজ্যিক সম্পর্কের ইঙ্গিত দেয়। তবে ইরানের সঙ্গে সংযোগের ফলে ভারতবর্ষে খোদিত মুদ্রার প্রচলন শুরু হয়েছিল এমন মনে করলে ভুল হবে। ইরানীয় প্রভাব সবচেয়ে সুস্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়েছিল মৌর্য ভাস্কর্যে। এমনকি অশোকের শিলালিপির প্রস্তাবনাগুলির উপরেও ইরানীর প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। উদাহরণস্বরূপ দিপি (Dipi) এই ইরানীয় শব্দটি আর অশোকের ব্যবহৃত 'লিপি' (Lipi) শব্দ দুটি সমার্থক। অনেকে মনে করেন যে ইরানীয়দের মাধ্যমেই গ্রীকেরা ভারতবর্ষের সম্পর্কে জানতে পেরেছিলেন। আলেক-জাণ্ডারের ভারত অভিযান তারই ফলশ্রুতি।

আলেকজাণ্ডারের অভিযান

চতুর্থ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে গ্রীক ও ইরানীয়রা পৃথিবীর উপর আধিপত্য বিস্তারের লড়াইয়ে লিপ্ত ছিলেন। ম্যাসিডোনিয়ার আলেকজাণ্ডারের নেতৃত্বে গ্রীকরা অবশেষে ইরানীয় সাম্রাজ্য ধ্বংস করেন। আলেকজাণ্ডার শুধুমাত্র এশিয়া মাইনর ও ইরাকই জয় করেননি ইরানও অধিকার করে-ছিলেন। সম্পদের আকর্ষণে আকৃষ্ট হয়ে ইরান থেকে তিনি ভারতবর্ষ অভিমুখে অগ্রসর হলেন। ইতিহাসের জনক হেরোডোটাস ও অন্যান্য গ্রীক লেখকেরা ভারতবর্ষকে প্রভূত সম্পদশালী দেশ হিসেবে বর্ণনা করে বলেছেন যে এই সম্পদই আলেকজাণ্ডারকে ভারত অভিযানে প্রলুব্ধ করে তুলেছিল। তাছাড়া আলেকজাণ্ডারের ছিল তীব্র ভৌগোলিক অনু-সন্ধিৎসা। তিনি শুনেছিলেন যে ভারতবর্ষের পূর্বপ্রান্ত পর্যন্ত ক্যাস-পিয়ান সাগর প্রসারিত রয়েছে। তাছাড়া তাঁর পূর্বেকার অভিযানকারীদের

Scanned with CamScanner

কথাও তাঁর জানা ছিল। আলেকজাণ্ডার সকলকে ছাড়িয়ে যেতে চেয়েছিলেন।

উত্তর পশ্চিম ভারতবর্ষের অবস্থা তাঁর পরিকল্পনা রূপায়ণের পক্ষে বিশেষ সহায়ক ছিল। সমস্ত অঞ্চলটি ছিল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বাধীন রাজ্যে বিভক্ত। আলেকজাণ্ডার একে একে সেগুলি জয় করা সুবিধাজনক মনে করেছিলেন। এইসব ক্ষুদ্র রাজ্যের শাসকদের মধ্যে দুজন ছিলেন সুপরিচিত। তাঁদের একজন তক্ষশিলার রাজা অম্ভি এবং ঝিলাম ও চিনাব নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চলের শাসক পুরু। একত্রে তাঁরা হয়ত আলেকজাণ্ডারের অগ্রগতি রুখতে পারতেন। কিন্তু যৌথভাবে আক্রমণ প্রতিহত করতে তারা ব্যর্থ হয়েছিলেন ; এবং খাইবারপাস ছিল সম্পূর্ণ অরক্ষিত।

ইরান জয়ের পর আলেকজাণ্ডার এলেন কাবুলে। সেখান থেকে খাইবারপাস হয়ে তিনি ভারতবর্ষের দিকে অগ্রসর হলেন। সিন্ধুনদের কাছে পেঁছিতে তার পুরো পাঁচ মাস সময় লেগেছিল। তক্ষশিলার রাজা অম্ভি বশ্যতা স্বীকার করলেন, তাঁর সৈন্যবাহিনীতে যোগদান করলেন এবং প্রচুর ধনসম্পদ দিয়ে আলেকজাণ্ডারকে তুষ্ট করলেন। কিন্তু ঝিলাম নদীর কাছে এসে তাঁকে পুরুর প্রবল প্রতিরোধের সম্মুখীন হতে হয়েছিল। পুরু শেষ পর্যন্ত পরাজিত হয়েছিল সত্য কিন্তু তাঁর সাহস ও শৌর্য আলেকজাণ্ডারকে মুগ্ধ করেছিল। পুরস্কার স্বরূপ আলেক-জাণ্ডার তাই পুরুকে তাঁর রাজ্য ফিরিয়ে দিলেন এবং তাঁর সঙ্গে মৈত্রী-বন্ধনে আবদ্ধ হলেন। তারপর তিনি অগ্রসর হলেন বিপাশা নদী পর্যন্ত। তাঁর ইচ্ছা ছিল পূর্বদিকে আরও কিছুটা অগ্রসর হওয়ার। কিন্তু আলেকজাণ্ডারের সৈন্যবাহিনী এই প্রস্তাবে সম্মত ছিলেন না। যুদ্ধে তাঁদের ক্লান্তি এসেছিল এবং তাঁদের মধ্যে অনেকে অসুখে ভুগছিলেন। ভারতবর্ষের গরম আবহাওয়া এবং দশ বছরের প্রবাস জীবনের পর আলেক-জাণ্ডারের সৈন্যরা বাড়ি ফেরার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেছিলেন। তাছাড়া সিন্ধুনদের তীরে তাঁরা ভারতীয়দের যুদ্ধবিক্রমের পরিচয় পেয়েছিলেন। স্বভাবতই আরও অগ্রসর হতে তাঁরা কুণ্ঠা বোধ করেছিলেন। অ্যারিয়াল লিখেছেন যে যুদ্ধ বিদ্যায় ভারতীয়রা সমসাময়িক প্রতিবেশী দেশগুলির তুলনায় অনেক বেশি উন্নত ও পারদর্শী ছিলেন। বিশেষ করে গঙ্গার তীরে একটি বিশেষ শক্তিশালী রাজ্যের কথা গ্রীকেরা শুনেছিলেন।

Scanned with CamScanner

স্বভাবতই এই রাজ্যটি হল মগধ। মগধের সিংহাসন তখন নন্দদের হাতে এবং মগধ সেনাবাহিনী সংখ্যায় গ্রীক বাহিনীর চেয়ে ছিল অনেক বেশি। সুতরাং আলেকজাণ্ডারের পুনঃপুনঃ অনুরোধ সত্ত্বেও গ্রীক যোদ্ধারা এক ইঞ্চি অগ্রসর হতেও প্রস্তুত ছিলেন না। যে রাজা কোন দিন পরাজয় স্বীকার করেন নি, শেষ পর্যন্ত নিজের লোকেদের কাছেই তাঁকে নতি-স্বীকার করতে হল। অতএব আলেকজাণ্ডার পশ্চাদপসরণ করতে বাধ্য হলেন, পূর্ব সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার কল্পনা বাস্তবায়িত হল না। ফেরার পথে, ভারতীয় সীমানা পৌঁছন পর্যন্ত আলেকজাণ্ডার বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য ধ্বংস করেছিলেন। যে 19 মাস (326-325 খ্রীস্ট পূর্বাব্দ) তিনি ভারতে ছিলেন তার প্রায় সবটাই কেটেছিল যুদ্ধ করে। সাম্রাজ্য গঠন করার কোন সময় তিনি পান নি। অধিকাংশ বিজিত রাজ্যই, আনুগত্য স্বীকারের বিনিময়ে প্রাক্তন শাসকদের হাতে ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু তাঁর নিজস্ব অঞ্চলকে তিনি তিন ভাগে বিভক্ত করে তিনজন গ্রীক গভর্ণরের অধীনে রেখে গিয়েছিলেন। এই অঞ্চলে শান্তি বজায় রাখার জন্য তিনি কয়েকটি নগরেরও গোড়াপত্তন করেছিলেন।

আলেকজাণ্ডারের অভিযানের ফলাফল

আলেকজাণ্ডারের অভিযানের মধ্যে দিয়েই প্রথমবার প্রাচীন ইউরোপের সঙ্গে প্রাচীন ভারতের পরিচয় ঘটেছিল। এই অভিযানের কয়েকটি ফলা-ফল ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আলেকজাণ্ডারের ভারত অভিযান ছিল সর্বাঙ্গীণ সফল। তিনি তাঁর সাম্রাজ্যে ভারতবর্ষের যে অংশটি সংযোজিত করেছিলেন তা আকারে ইরানের ভারতীয় রাজ্যের তুলনায় অনেক বড় ছিল। অবশ্য ভারতে বিজিত রাজ্যগুলি বেশিদিন গ্রীকদের হাতে থাকে নি। মৌর্য শাসকেরা কিছুদিন পরেই এগুলি জয় করে নিয়েছিলেন।

এই অভিযানের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ফলাফল হল বিভিন্ন ক্ষেত্রে ভারত ও গ্রীসের মধ্যে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ স্থাপন। আলেকজাণ্ডারের অভিযান স্থল ও জলে চারটি সুস্পষ্ট যাত্রাপথ চিহ্নিত করে উন্মুক্ত করে দিয়েছিল। গ্রীক ব্যবসায়ীরা এই পথে আসতেন এবং উভয় দেশের মধ্যে বাণিজ্য আরও সহজ হয়ে উঠেছিল।

আলেকজাণ্ডারের আক্রমণের পূর্বেই উত্তর পশ্চিম ভারতে গ্রীকেরা বসবাস করতেন বলে জানা যায়। তবে আলেকজাণ্ডারের অভিযানের

Scanned with CamScanner

পরেই এই অঞ্চলে আরও অধিক সংখ্যক গ্রীক উপনিবেশ গড়ে ওঠে। তাদের মধ্যে অন্যতম হল কাবুল অঞ্চলের আলেকজান্দ্রিয়া, ঝিলামের তীরবর্তী বুকাফেলা (Boukaphala) এবং সিন্ধুপ্রদেশের আলেকজান্দ্রিয়া। এই স্থানগুলি পরে মৌর্যরা জয় করেছিলেন সত্য কিন্তু উপনিবেশগুলি নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় নি। চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য এমন কি অশোকের শাসনকালেও বহু গ্রীক এই সব স্থানে বসবাস করতেন।

সিন্ধু নদের মুখে যে রহস্যজনক সমুদ্রের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়েছিল তার ভূগোল সম্পর্কে আলেকজান্ডারের ছিল অদম্য কৌতূহল। সেজন্য তিনি তাঁর বন্ধু নিয়ারকাসকে সিন্ধু নদের সঙ্গম থেকে ইউফ্রেটিস নদীর মুখ পর্যন্ত একটি নৌ-যাত্রায় পাঠিয়েছিলেন। এবং সেই কারণেই গ্রীক ঐতিহাসিকেরা মূল্যবান ভৌগোলিক বিবরণ লিখেছিলেন। শুধু তাই নয়, এই ঐতিহাসিকেরা আলেকজান্ডারের বিভিন্ন অভিযানের সন-তারিখ প্রভৃতিও উল্লেখ করে গেছেন। ফলে পরবর্তী ইতিহাসের ঘটনাপঞ্জী আমরা সুনিশ্চিতভাবে তৈরি করতে পেরেছি। সমসাময়িক ভারতবর্ষের সামাজিক ও আর্থনীতিক অবস্থার কথাও এঁরা বর্ণনা করে গেছেন। তাঁদের রচনায় আমরা সতীদাহ প্রথা, দুস্থ পিতা মাতা কর্তৃক বাজারে কন্যা বিক্রয়, উত্তর পশ্চিম ভারতের ভাল জাতের বলদ বিক্রয় প্রভৃতির উল্লেখ পেয়েছি। গ্রীসে ব্যবহারের জন্য আলেকজান্ডার 2,00,000 বলদ ম্যাসিডোনিয়ায় পাঠিয়েছিলেন। ধাতুশিল্প ছিল সে যুগের সবচেয়ে উন্নত শিল্প। রথ, নৌকা, জাহাজ ইত্যাদি নির্মিত হত।

উত্তর পশ্চিম ভারতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজাগুলির ধ্বংসসাধন করে আলেকজান্ডার এই অঞ্চলে মৌর্য সাম্রাজ্যের বিস্তৃতির পথ সুগম করেছিলেন। অনুমান করা হয় যে মৌর্য সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য আলেকজান্ডারের সমর কৌশলের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। এই অভিজ্ঞতা নন্দ বংশের ধ্বংস সাধনে তাঁর কাজে এসেছিল।

Scanned with CamScanner